বণিক বার্তা

ডিসেম্বর ১১, ২০১৮

# বিকেএমইএ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এমওইউ সই : নিট খাতে প্রথমবারের মতো হচ্ছে ডিজিটাল ফ্যাক্টরি ম্যাপিং

দেশের নিট কারখানাগুলোর সমন্বিত তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বিকেএমইএর সদস্যভুক্ত কারখানাগুলোকে ডিজিটাল ফ্যাক্টরি ম্যাপিংয়ের আওতায় আনা হচ্ছে। ব্র্যাক ইউএসএর তত্ত্বাবধানে ডিআরএফএম-বি নামের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট (সিইডি)। এ বিষয়ে গতকাল বিকেএমইএ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়েছে।

রাজধানীর বাংলামোটরে বিকেএমইএর আঞ্চলিক কার্যালয়ে এমওইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি মনসুর আহমেদ। সংগঠনটির দ্বিতীয় সহসভাপতি ফজলে শামীম এহসান, পরিচালক মোস্তফা মনোয়ার ভূঁইয়া, মোস্তফা জামাল পাশা, শহীদ উদ্দিন আহেমদ আজাদসহ বিকেএমইএর সদস্যভুক্ত বিভিন্ন কারখানার প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দেশের প্রথম ডিজিটাল ফ্যাক্টরি ম্যাপিং প্রকল্পের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন ডিআরএফএম-বি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক সৈয়দ হাসিবুদ্দীন হুসাইন।

আগামী বছরের প্রথমার্ধে ঢাকা অঞ্চলের নিট কারখানাগুলোকে ও ২০২১ সালের মাঝামাঝি নাগাদ বাংলাদেশের ৩৪ জোনের সব নিট কারখানাকে ডিআরএফএম-বি প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। প্রকল্পটির অধীনে কারখানাগুলোর অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি করা হলে দেশের সব নিট কারখানার অবস্থান, উৎপাদিত পণ্যের ধরন, নিটওয়্যার রফতানির আওতাভুক্ত অঞ্চল, কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা, স্বীকৃতি সনদ, ব্র্যান্ড ও ক্রেতার তালিকার বিশ্বাসযোগ্য সমন্বিত তথ্য জানতে পারবেন সবাই।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ফজলে শামীম এহসান বলেন, আশির দশকে যাত্রা করা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত বিশ্বব্যাপী যে সুনাম অর্জন করেছে, তার পেছনে দেশীয় উদ্যোক্তাদের অক্লান্ত শ্রম রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২ হাজার ১০০টি ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ নিট কারখানা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের মোট রফতানিতে ৪১

দশমিক ৪২ শতাংশ (১ হাজার ৫১৯ কোটি ডলার) অবদান রেখেছে। আগামী দিনে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে নিট খাতের সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য এ প্রকল্প স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি সহায়ক নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রকল্পের টিম লিডার, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আইবিএর সাবেক পরিচালক ড. রহিম বি তালুকদার বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ নিটওয়্যার রফতানিকারক দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও ব্র্যান্ডগুলোর কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। তবে এ খাতে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ডিআরএফএম-বি প্রকল্পটি সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে। এ ডাটাবেজ ভবিষ্যতে সর্বস্তরের মানুষকে দেশের নিট খাতের সব ধরনের তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপনে সহযোগিতা করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পোশাক শিল্পে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে তিনি আশ্বাস দেন।

২০২১ সালের মধ্যে প্রকল্পটির দৃশ্যমান সাফল্য প্রত্যাশা করে বিকেএমইএর প্রথম সহসভাপতি মনসুর আহমেদ বলেন, পোশাক শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য বিকেএমইএ স্বপ্রণোদিত হয়ে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ডিআরএফএম-বি প্রকল্পটি সে ধারাবাহিকতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তির আসনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে নিটওয়্যার খাত যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, তা দৃশ্যমান করাই এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন অঞ্চলের স্বীকৃত ক্রেতা ও ব্র্যান্ডগুলোর কাছে আমাদের মানসম্পন্ন নিটপণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এ প্রকল্প আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে।